ISSN 2789-1062

[আর্কাইভস থেকে]

পার্বতিপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রশাসক কামারুজ্জামানের রোজনামচা

২৬ মার্চ-১৭ মে

[ইংরেজিতে রচিত লেখার অনুবাদ]

২৬.৩.৭১

মেজর শাফাকতের সঙ্গে দেখা করি, তাকে পার্বতীপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করি এবং অনুরোধ করি যেন তিনি তার লোকদের ওপর বেশি ভরসা না করেন, কারণ তারা শেষ পর্যন্ত বাঙালি এবং তাকে হত্যা করতে পারে। তিনি আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে হাসলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বাঙালিরা অস্ত্র জমা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের অস্ত্র জমা দেব না, যদিও এটি সামরিক আইনের নির্দেশের বিরুদ্ধে ছিল। শহরের পূর্বদিকে সংলগ্ন গ্রামগুলোতে বাঙালিদের ভারী সমাবেশ দেখা যায়। প্রতিরক্ষা জোরদার করা হয় এবং কঠোর সতর্কতা বজায় রাখা হয়।

২৭.৩.৭১

সকাল প্রায় ১১টা থেকে বিকাল প্রায় ১৫টা পর্যন্ত আমেরিকান ক্যাম্প, নর্থ ইয়ার্ড (শহরের উত্তর দিকে) এবং পেট্রোল ইয়ার্ড (শহরের দক্ষিণ দিকে) অভিমুখে বাঙালিদের ভারী সমাবেশ দেখা যায়। বিকেল প্রায় ১৫টার দিকে নর্থ ইয়ার্ডে বাঙালিরা আক্রমণ চালায়। পুরো নর্থ ইয়ার্ডে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্পত্তি লুট করা হয়। সন্ধ্যায় মসজিদে আশ্রয় নেওয়া চারজন ব্যক্তি, যার মধ্যে মসজিদের পেশ ইমামও ছিলেন, বাঙালিদের দ্বারা মসজিদের ভেতর নিহত হন। শহরে পরদিন সকাল পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়।

২৮.৩.৭১

সকাল প্রায় ৮টায় পেট্রোল ইয়ার্ডে আক্রমণ করা হয় এবং আমাদের একজন লোক নিহত হয়। প্রায় ১৩:৩০ ঘণ্টায় শহরটি সবদিক থেকে বাঙালিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যাদের সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ। শুরুতে তারা গুলিবর্ষণ করে এবং পরে বন্দুক ও রাইফেলের গুলি চালাতে থাকে। শহরের ভেতরে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনি তাদের সহায়তা করে। আমরা

যখন সম্মুখভাগে বাঙালিদের সঙ্গে লড়াই করছিলাম, তখন এরা পেছন দিক থেকে গুলি চালায়। শহরে ফিরে আসার সময় বাঙালিদের আক্রমণ প্রতিহত করে, তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এবং তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার পর তাদের রাইফেলের গুলিতে আমাদের ২ জন নিহত হয় এবং আরও অনেকে আহত হয়। শহরের চারপাশের বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে প্রায় ৩০ জন আহতের চিকিৎসা একাই করেন পার্বতীপুর রেলওয়ে হাসপাতালের লেডি ডাক্তার খুরশীদ বানু, তার বাড়িতে, তার স্বামী ও ছেলের সহায়তায়। তার মনোবল অত্যন্ত উচ্চ বলে দেখা যায় এবং তিনি অত্যন্ত যত্ন, সাহস ও দ্রুততার সঙ্গে সব কেস সামাল দিচ্ছিলেন। আহত আমাদের বীর সৈনিকদের জন্য তিনিই ছিলেন একমাত্র চিকিৎসা সহায়তা।

২৯.৩.৭১

দিনাজপুর থেকে কর্নেল তারিক রাসুল তার পরিবারসহ এসে পৌঁছান। তিনি ভোরে এসে দিনাজপুরের ঘটনাবলির পুরো বিবরণ প্রকাশ করেন। শহরের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণই রয়ে যায়।

৩০.৩.৭১

পার্বতীপুরে অবস্থানরত ই.পি.আর. সদস্যরা সৈয়দপুরের উদ্দেশে চলে যায়। বিদায়ের সময় কর্নেল টি. রাসুল আমাদের কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেন। আমার কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে পরামর্শ দেন, আমার স্ত্রী ও সন্তানদের কর্নেল টি. রাসুলের সঙ্গে সৈয়দপুরে পাঠিয়ে দিতে; কিন্তু আমি সে ধারণা বাতিল করি, কারণ এতে শহরের মানুষের মনোবল ভেঙে যেত। অ-বাঙালি ই.পি.আর. সদস্যদের সৈয়দপুরে চলে যাওয়ায় শহরের মানুষ মনোবল হারাচ্ছিল; আমি তাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করি। শহরের চারপাশে শক্তিশালী পিকেট বসাই এবং মি./এস. বাচ্চা খান ও মতিউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে সারারাত শহরের সমগ্র প্রতিরক্ষা তদারক করি।

১.৪.৭১

মেজর শাফায়েত রাত প্রায় ৩:৩০টায় আমার বাসভবনে আসেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি ১৫:৩০ ঘণ্টা থেকে কারফিউ জারি করবেন এবং তার বাঙালি সৈন্যদের তিনজনের দলে টহলে পাঠাবেন, আর আমরা যেন তাদের হত্যা করি।

আমি তাকে পরামর্শ দিই, এই অভিযান এখনই শুরু করা উচিত, নইলে দেরি হয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহ না করুন, তারা তাকে মেরে ফেলতে পারে।

কিন্তু তিনি রাজি হননি। সকাল প্রায় ৯টায় তিনি তার ক্যাম্পে ফিরে গেলে তার নিজের লোকেরাই তাকে হত্যা করে। এরপর তার রেজিমেন্ট পালিয়ে যায়। ও/সি জি.আর.আর.এস./পার্বতীপুর ৯ জন কনস্টেবলসহ রাইফেল নিয়ে প্রায় ১১টার দিকে পালিয়ে যায়। বিকেল প্রায় ৪টায় আমি ও মি. মতিউর রহমান মিলে জি.আর.পি.এস./পার্বতীপুরে আক্রমণ চালাই। থানার বাঙালি বাহিনি সামান্য প্রতিরোধের পর আত্মসমর্পণ করে। আমরা ৯টি ভালো অবস্থার রাইফেল, ২৮টি বোল্টবিহীন রাইফেল এবং ৩০৩ রাইফেলের ২০০ রাউন্ড গুলি জব্দ করি। এ ঘটনা সৈয়দপুরে কর্নেল শাফায়েতকে ফোনে জানাই। তিনি আমাকে বাঙালি থানা দখলেরও পরামর্শ দেন।

২.৪.৭১

পার্বতীপুরে অবস্থানরত বাঙালি ই.পি.আর. সদস্যরা পালিয়ে গিয়ে হালদিবাড়ি কলোনিতে তাদের বাঙালি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পার্বতীপুরে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ সদস্য এবং ই.বি.আর. পলাতকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে হালদিবাড়ি কলোনি কার্যত বাংলাদেশপন্থী বাহিনির একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং আমাদের জন্য বড় বিপদের উৎস হয়ে ওঠে, কারণ আমরা ইতোমধ্যে হালদিবাড়ি দিক থেকে প্রতিদিন সংঘর্ষের মুখোমুখি হচ্ছিলাম।

৩.৪.৭১ থেকে ৬.৪.৭১

পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণই ছিল। মাঝেমধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। আমরা শহরের প্রতিরক্ষা মজবুত করতে ব্যস্ত ছিলাম। গতরাতে স্থানীয় থানা ঘেরাও করেছিলাম, কিন্তু সফল হতে পারিনি।

রাত প্রায় ১২টায় আমি, বাচ্চা খান, মতিউর রহমান এবং ৮ জন মুজাহিদ মিলে স্থানীয় থানা ঘেরাও করি। আমি ও মি. মতিউর রহমান থানায় ঢুকে ও/সিকে বলি যে, আমাদের লোকেরা ইতোমধ্যে তার থানা ঘিরে ফেলেছে; তিনি আত্মসমর্পণ না করলে তাকে ও তার লোকদের হত্যা করা হবে। ও/সি আত্মসমর্পণ করে। আমরা ৪০টি ভালো অবস্থার রাইফেল এবং ৩০৩ রাইফেলের ৫০০ রাউন্ড গুলি জব্দ করি। থানা দখলের কিছুক্ষণ পর থানার উত্তর দিক থেকে আমাদের দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাই; তারা ২ জন বাঙালিকে হত্যা করে, প্রায় ২৫টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের তাড়িয়ে দেয়। রাত প্রায় ২৩টায় এলাকায় শক্ত পাহারা বসিয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

৭.৪.৭১

এ দিনটি আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত সংকটময়। ভোর প্রায় ৫:৪০-এ শহরের পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ হয়। প্রচন্ড শব্দে ২টি বোমার শেল আমার বাড়িতে আঘাত করে, তবে ক্ষতি খুব সামান্য হয়। সকাল ৬টার মধ্যে রাইফেলের গুলি বৃষ্টির মতো শহরের উপর পড়তে শুরু করে। প্রায় এক লক্ষ বাঙালি, ই.বি.আর., ই.পি.আর. ও পুলিশ বাহিনির সহায়তায় শহরে আক্রমণ চালায়। পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা রকেট, ২" ও ৩" মর্টার, এল.এম.জি., চীনা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, ৩০৩ রাইফেল এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিল। আমি শহরের চারপাশের মর্চা থেকে মর্চায় ছুটে বেড়াই, আমাদের লোকদের মনোবল বাড়াই এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে লোক ও অস্ত্রের পুনর্বিন্যাস করি। বাচ্চা খান ও মতিউর রহমান তাদের লোকজন নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে নিজ নিজ সেক্টর ধরে রাখেন। পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং রকেট শেল আরও ঘন ঘন নিক্ষেপ হতে থাকে। আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে গোলাবারুদ ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু দুপুর ১২টার মধ্যে আমাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসতে শুরু করে, কারণ শত্রু ভারী রকেট ও মর্টার শেলের আড়ালে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা পূর্ব দিক থেকে ধীরে ধীরে পিছু হটতে শুরু করি। আমি পূর্ব দিকের বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের সরিয়ে নিতে শুরু করি এবং সৈয়দপুর সেনাবাহিনির কাছে দ্রুত সাহায্য চাইতে থাকি, কারণ আগে প্রতিশ্রুত সাহায্য আসছিল না এবং আমাদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। আমাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। আমি, বাচ্চা খান এবং পূর্ব সেক্টরের লোকজন তবুও আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করি এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পিছু হটি। তবুও শত্রু পূর্ব সেক্টরের কিছু মর্চা ভেঙে ফেলে এবং আমাদের বাজারে ঢুকে পড়ে। তারা সব দোকান লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুপুর ২টার মধ্যে তারা আমাদের রেলস্টেশনের কিছু অংশেও ঢুকে অবস্থান নেয়। আমরা তবুও নিরলসভাবে লড়াই চালিয়ে যাই, যাতে তারা আর এগিয়ে এসে পুরো শহর দখল করতে না পারে। আমাদের লোকেরা বাজার এলাকায় ঢুকে পড়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে লাঠি ও বর্শা নিয়ে লড়াই করছিল। বিকেল প্রায় ২:৩০টায় আমাদের সেনাবাহিনির প্রথম দল এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে আমাদের প্রায় ১০ জন নিহত এবং প্রায় ১০০ জন বোমা বিস্ফোরণ, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও রাইফেলের গুলিতে আহত হয়। তাদের সবাইকে ডা. খুরশীদ বানুর বাড়িতে নেওয়া হচ্ছিল; তিনি বীরত্বের সঙ্গে সব আহতের সেবা করছিলেন এবং শহরের পূর্বদিকের প্রায় সব বাড়ি খালি হয়ে গেলেও

তিনি তার বাড়ি ছাড়েননি। সেনাবাহিনি পূর্ব দিক থেকে শত্রুকে হটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেনাবাহিনির দ্বিতীয় দলও এসে পৌঁছায়। আমি সেনাবাহিনিকে শহরের চারপাশে নিয়ে যাই। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনি শত্রুর আক্রমণ দমন করে এবং বিকেল প্রায় ৫টার মধ্যে পুরো শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ অভিযানে সেনাবাহিনির ৩ জন গুরুতর আহত হয়। তাদের সবাইকে ডা. বানুর কাছে নেওয়া হয়। অভিযানের পর আমি, মেজর দুররানি, ক্যাপ্টেন চিমা ও ক্যাপ্টেন শরাফত মিলে ডা. বানুর বাসভবনে যাই। তার বাংলো জুড়ে শতাধিক আহত ছড়িয়ে ছিল। সেনাবাহিনির দুইজনের চিকিৎসা হয়ে গেছে এবং তিনি তৃতীয় আহত সেনাসদস্যকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিরলসভাবে তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেও পরে মারা যায়।

এরই মধ্যে কর্নেল শফিও এসে পৌঁছান এবং তার সেবার প্রশংসা করেন। অফিসাররা সেদিন রাতে সেখানেই থাকেন। আমি সৈন্যদের খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং বিকেল প্রায় ৩টার মধ্যে জীবন নিয়ে সব আশা হারিয়ে শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়া মানুষের দুর্দশা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

৮.৪.৭১

হালদিবাড়ি এলাকায় সেনাবাহিনির অভিযানে সঙ্গে ছিলাম। আমার লোকদের নিয়ে কিছু গ্রাম জ্বালিয়ে দিই। এফ.পি.আর. ও পুলিশ সদস্যদের (অ-বাঙালি) পাই, ২টি চীনা রাইফেল জব্দ করি। একটি মেজর দুররানি নেন এবং একটি আমাদের কাছে থাকে। সেনাবাহিনি হালদিবাড়িতে অবস্থান করে। সৈন্যদের জন্য খাবার, বিছানাপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। সেনাবাহিনির নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রতিরক্ষা পুনর্গঠন করি এবং স্থানীয় বিষয়াদি তদারক করি।

৯.৪.৭১

বিট্টিপাড়া ও বাসুপাড়া (শহরের পূর্বদিকের সংলগ্ন গ্রাম) অভিযানে সেনাবাহিনির সঙ্গে যাওয়ার জন্য ১০ জন মুজাহিদ পাঠাই। সামান্য প্রতিরোধের পর শত্রু পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি এবং স্থানীয় বিষয় ও প্রতিরক্ষা তদারক করি।

১০.৪.৭১

রাতে হোগলীপাড়ার দিকে টহলদল পাঠাই। শত্রুর কোনো সন্ধান মেলেনি।

১১.৪.৭১

মেজর কুয়ামারের নির্দেশে আমি ১৫ জন লোক নিয়ে কালকাবাড়ি অভিযান চালাই, কয়েকজন শত্রুকে হত্যা করি এবং ২টি রাইফেল জব্দ করি, যা সেনাবাহিনির কাছে হস্তান্তর করি।

১২.৪.৭১

মেজর কুয়ামারের নির্দেশে বাচ্চা খানের নেতৃত্বে আমার লোকদের ফুলবাড়ির দিকে রেল ও টেলিফোন লাইন মেরামতের কাজে পাঠাই। আমি কিছু লোক নিয়ে শহরের পূর্বদিকের কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালাই।

১৩.৪.৭১

আমার একজন লোক (রব্বানি)কে মেজর কুয়ামারের সঙ্গে বেলাইচণ্ডী সেনা অভিযানে পাঠাই। আমি বাচ্চা খানকে নিয়ে মেজর কুয়ামারের অনুমতিতে হুগলীপাড়ি অভিযান চালাই।

১৪.৪.৭১ থেকে ১৬.৪.৭১

শহরের স্থানীয় সমস্যা ও বিষয়াদি দেখাশোনা করি। মেজর কুয়ামার আমাকে পার্বতীপুরের প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং শহরের বেসামরিক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা সংগঠনের দায়িত্ব দেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ও স্থানীয় প্রধানদের নিয়ে সভা ডাকি এবং বেসামরিক প্রশাসন ও রেল প্রশাসন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে বলি।

১৭.৪.৭১ থেকে ২০.৪.৭১

জি.আর.পি.এস., স্থানীয় থানা, খাদ্য বিভাগ, বাজার, যাদের বাড়িঘর ও দোকান পুড়ে গেছে তাদের পুনর্বাসন, শরণার্থী শিবির ইত্যাদি গড়ে তুলি। রেলব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করি।

মি. মোস্তফা, ডি.এম.ই./পি.এক্স.সি., পার্বতীপুর এবং মি. মল্লিক, স্টেশন মাস্টার, পার্বতীপুরের সহায়তায়, এবং মি. শেলটন, সিগন্যাল ইন্সপেক্টর/পার্বতীপুরের সহযোগিতায় রেলওয়ে লোকাল ক্রসিং নির্মাণ শুরু হয়। লোকজন রেলব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে কঠোর পরিশ্রম করছিল। এতদিন বন্ধ থাকা বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপনের কাজও শুরু করি। ডা. বানু তার স্বাভাবিক দায়িত্বের অতিরিক্ত- সেনাসদস্য, মুজাহিদ বাহিনি, পাঠান, শরণার্থী এবং আউটস্টেশন থেকে পার্বতীপুরে আসা সব আহত ব্যক্তির চিকিৎসা, তৎসহ সমগ্র পার্বতীপুর এলাকার স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের কাজ–সকলই সামলাচ্ছিলেন।

২১.৪.৭১

মেজর জাওয়াইদকে বাচ্চা খান ও রব্বানিকে সঙ্গে দিয়ে বদরগঞ্জ অভিযানের

অনুমোদন দিই। প্রায় ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ২টি শটগান জব্দ করে সেনাবাহিনির হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৮৬ জন বন্দি (হিন্দু ও ছাত্র) পার্বতীপুরে আনা হয় এবং বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

২২.৪.৭১

মেজর জাওয়াইদের সঙ্গে বাচ্চা খান ও রব্বানিকে নিয়ে খোলাহাটি ও ভবানীপুরের দিকে যাই। প্রায় ২৩টি গ্রাম জ্বালিয়ে দিই এবং কয়েকজন প্রহরী ও ছাত্রকে হত্যা করি; ১টি শটগান জব্দ করে সেনাবাহিনির হাতে তুলে দিই।

২৩.৪.৭১

বাচ্চা খান ও রব্বানিকে মেজর জাওয়াইদের সঙ্গে কাউগাঁওয়ের দিকে পাঠাই এবং আমি নিজে লে. শাহিদের সঙ্গে ফুলবাড়ি যাই। ফুলবাড়ি থেকে জব্দকৃত গোলাবারুদের ২টি ওয়াগন নিয়ে আসি। ফুলবাড়িতে লুটপাটের অভিযোগে আমার একজন লোককে লে. আকবর গুলি করে হত্যা করেন। আবার রাত ১০টায় সৈয়দপুর সামরিক সদর দপ্তরের নির্দেশে বাচ্চা খানের নেতৃত্বে ১৫ জন মুজাহিদ পাঠাই, যাতে তারা রংপুর থেকে পার্বতীপুরগামী ত্রাণবাহী ট্রেন পাহারায় থাকা সেনাসদস্যদের শক্তিবৃদ্ধি দিতে পারে; রেললাইন খুলে ফেলা হওয়ায় এবং শত্রুর গুলির কারণে ট্রেনটি খোলাহাটিতে আটকে ছিল। সামান্য প্রতিরোধের পর শত্রু পালিয়ে যায়। সেতু ও রেললাইন সেদিন রাতেই মেরামত করা হয়। খোলাহাটিতে সেনাসদস্য ও ত্রাণ ট্রেনের রেলকর্মীদের খাবার সরবরাহ করা হয় এবং সকালে সেনাসহ ট্রেনটি পার্বতীপুরে আনা হয়।

২৪.৪.৭১

মনমথপুর থেকে খবর পাই যে রাইস মিলের চাল বাঙালিরা লুট করছে। সৈয়দপুর থেকে নির্দেশ পেয়ে মনমথপুরে যাই, অভিযান চালাই, বাঙালিদের তাড়িয়ে দিই এবং ৩০০ মণ চাল পার্বতীপুরে নিয়ে আসি।

২৫.৪.৭১

কর্নেল শফির নির্দেশে পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ শুরু করি। পার্বতীপুর থেকে প্রায় ৫০০ জনকে স্বেচ্ছাশ্রমে এ কাজে নিই। সেনাবাহিনির নির্দেশে চিরিরবন্দর থেকে ৬৭৫ মণ চাল নিয়ে আসি।

২৯.৪.৭১ থেকে ৩০.৪.৭১

সেনাবাহিনির অভিযানে বেসামরিক বাহিনি সরবরাহ করি, স্থানীয়, বেসামরিক ও রেল প্রশাসন তদারক করি, পার্বতীপুর- সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ দেখি এবং চিরিরবন্দর ও মনমথপুর থেকে যথাক্রমে ৩৫০ মণ চাল, ২টি রাইফেল, ৩০৩

রাইফেলের ২০০ রাউন্ড গুলি এবং ৩২৫ মণ চাল নিয়ে আসি। ২টি রাইফেল সেনাবাহিনির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১.৫.৭১

কাজের স্থলে (পার্বতীপুর- সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ) যাই। কাজের গতি বাড়াতে সারাদিন সেখানে থাকি। রাতে স্থানীয় বিষয়াদি তদারক করি।

২.৫.৭১

মেজর জাওয়াইদের নির্দেশে আমি আমার লোকজন ও বাচ্চা খানকে নিয়ে চোরকাই যাই, কারণ শত্রুরা সরকারি গুদাম থেকে চাল ও গম লুট করছিল। সেখান থেকে ৯৯৪ বস্তা চাল ও গম পার্বতীপুরে নিয়ে আসি।

৩.৫.৭১ এবং ৪.৫.৭১

পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ তদারক করতে যাই, সন্ধ্যায় ফিরে এসে পার্বতীপুরের বিভিন্ন শিবিরে রাখা বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর বিষয়াদি দেখি।

৫.৫.৭১

বাচ্চা খানের সঙ্গে আমার লোকদের চোরকাই পাঠাই; তারা শত্রুকে তাড়িয়ে ৩৬০ বস্তা গম ও ৪৮০ বস্তা চাল নিয়ে আসে। আমি নিজে পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণকাজে যাই।

৬.৫.৭১ এবং ৭.৫.৭১

বাচ্চা খানের সঙ্গে আমার লোকদের চোরকাই পাঠাই; তারা ৩৬০ বস্তা চাল ও ৭২০ বস্তা গম নিয়ে আসে। আমি পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণে ব্যস্ত থাকি। রাত প্রায় ১১টায় শহরের পশ্চিম দিকে মশাল হাতে কিছু লোক দেখা যায়। পূর্বদিকের ফ্রন্ট পাহারায় থাকা আমাদের লোকদের সেখানে পাঠাই। কয়েক রাউন্ড রাইফেলের গুলি চালিয়ে শত্রুকে তাড়িয়ে দিই। পূর্ব ফ্রন্টে শক্ত পিকেট বসিয়ে বাড়ি ফিরি।

৮.৫.৭১

শহর থেকে আরও শ্রমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ককাজে শ্রমিক ও তদারককারীদের পুনর্গঠন করি। এ ব্যবস্থায় উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়। আরও প্রায় ১০০ জন লোককে কাজে নিই এবং কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে একদল তদারককারী নিয়োগ করি। বাচ্চা খানের সঙ্গে আমার লোকদের চোরকাই পাঠাই খাদ্যশস্য আনতে এবং আমি নিজে সড়ককাজ তদারক করতে যাই। সন্ধ্যায় চোরকাই থেকে ৭০০ বস্তা গম আনা হয়।

৯.৫.৭১ এবং ১০.৫.৭১

স্থানীয় বিষয়াদি দেখি–যেমন বাজার পুনরায় খোলা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আউটস্টেশন থেকে আগত ক্ষতিগ্রস্থ মুহাজিরদের পুনর্বাসন ইত্যাদি।

১১.৫.৭১

বাচ্চা খানের সঙ্গে আমার লোকদের চোরকাই খাদ্যশস্য আনতে পাঠাই। তারা সেখান থেকে ৮৪০ বস্তা গম নিয়ে আসে। মেজর জাওয়াইদের নির্দেশে এন-সাব মোলাদাদের সঙ্গে হাবিব ব্যাংক ও ইউনাইটেড ব্যাংক পার্বতীপুরের নগদ অর্থ যৌথভাবে পরীক্ষা করি। হিসাব সঠিক পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ব্যাংক পার্বতীপুর তালাবদ্ধ ছিল। ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার বাঙালি হওয়ায় তারা পালিয়ে গেছে। ফলে এ ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১২.৫.৭১

১৪টি রাইফেল ও ৭০০ রাউন্ড গুলি পুলিশদের দিয়ে চিরিরবন্দর থানা খুলতে পাঠাই। বিভিন্ন ট্রেন সার্ভিস, ই.পি.আর.টি.সি. কোচ সার্ভিস এবং পি.আই.এ. সার্ভিস চালুর ঘোষণা দিই, যা ইতোমধ্যে চালু হয়েছিল। মেজর জাওয়াদের নির্দেশে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের জন্য ১৫ জন রাজমিস্ত্রির ব্যবস্থা করি। বাচ্চার সঙ্গে আমার লোকদের চোরকাই পাঠাই; তারা ৮৪০ বস্তা গম নিয়ে আসে। আমি সড়ক নির্মাণ তদারক করতে যাই।

১৩.৫.৭১

হেঁটে সৈয়দপুর যাই, পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক পরিদর্শন করতে। কর্নেল শফি ও ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে দেখা করি। সড়কের অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করি। কর্নেল শফি সড়ক পরিদর্শন করে কাজের প্রশংসা করেন। তবে বর্ষা শুরু হওয়ার আগে কাজ শেষ করতে দ্বিগুণ প্রচেষ্টার নির্দেশ দেন। হেঁটে পার্বতীপুরে ফিরে আসি।

১৪.৫.৭১

খবর পাই যে, প্রায় দশ দিন আগে যশাইহাটে দুই বিহারি–একজন খাদ্য পরিদর্শক এবং একজন ব্যবসায়ী – বাঙালিদের হাতে নিহত হয়েছে। যশাইহাট অভিযানের জন্য মেজর জাওয়াইদের নির্দেশ নিই। দুপুর ১২:৪৫টায় বাচ্চা খান, মতিউর রহমান ও আমার লোকজন নিয়ে পায়ে হেঁটে যশাইহাটের উদ্দেশে রওনা হই। বিকেল প্রায় ৩টায় মনমথপুরে দুই হিন্দুকে ধরি; তারা

এক গরুর গাড়ি ভর্তি চাল ও ধান ভারত নিয়ে যাচ্ছিল। উভয় হিন্দুকে হত্যা করি এবং চাল, ধান ও গরুর গাড়ি নিকটবর্তী এক মুসলমানকে দিয়ে দিই। বিকেল প্রায় ৪:৪৫টায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে চারদিক থেকে জায়গাটি ঘিরে ফেলি। প্রায় ২৫০ জন বাঙালিকে গ্রেপ্তার করি; এর মধ্যে ৯ জনকে রেখে বাকিদের সতর্ক করে ছেড়ে দিই। ১টি ২-বোর শটগান এবং ১টি পাঁচ টাকার ভারতীয় নোট জব্দ করি। বন্দুকটি পার্বতীপুরে এন/সাব মোলাদাদের কাছে হস্তান্তর করি। এছাড়া এক বাঙালির বাড়ি থেকে এক বিহারি বিধবাকে উদ্ধার করি; সম্প্রতি তার স্বামীকে এসব বাঙালি জবাই করেছিল। আরেক বাঙালির বাড়ি থেকে এক বিহারি এতিম মেয়েকেও উদ্ধার করি। বিধবাকে শরণার্থী শিবিরে পাঠাই এবং এতিম মেয়েটিকে আমার বাড়িতে রাখি। ফিরে এসে ফোনে মেজর জাওয়াইদকে অভিযানের বিবরণ জানাই।

১৫.৫.৭১

পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ তদারকে যাই। বিকেল ৩টায় খবর পাই, বাচ্চা খান খোলাহাটিতে শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে–যারা রেললাইন ও স্টেশনের সম্পত্তি ভাঙছিল, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। দ্রুত পার্বতীপুরে ফিরে সৈয়দপুর সেনা সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২৫ জন জওয়ান ও এন/সাব তাজা গুলের নেতৃত্বাধীন সেনাসদস্যদের নিয়ে খোলাহাটির উদ্দেশে রওনা হই। বিকেল প্রায় ৪টায় পৌঁছাই। ততক্ষণে শত্রু পালাচ্ছিল। আমরা তাদের ঘিরে ফেলি এবং প্রায় ২৫ জন শত্রুকে হত্যা করি। ১টি ১২- বোর শটগান এবং শত্রুর ২টি ইউনিফর্ম জব্দ করি। রাত প্রায় ১০টায় সবাই পার্বতীপুরে ফিরে আসি। সৈয়দপুরে বিস্তারিত জানাই। অনুমতি ছাড়া খোলাহাটিতে যাওয়ায় কর্নেল শফি বাচ্চা খানের ওপর ক্ষুব্ধ হন। খোলাহাটি থেকে আনা ২৭ জন বন্দির মধ্যে- মেজর জাওয়াইদের নির্দেশে বাকিদের কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

(মূল নথিতে এই অংশ আংশিক অপঠিত/অসম্পূর্ণ।)

১৬.৫.৭১

মেজর জাওয়াইদ পার্বতীপুরে আসেন, পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক পরিদর্শন শেষে। তিনি পার্বতীপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। আগের দিনের খোলাহাটির ঘটনাবলি, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খোলাহাটির বন্দিদের তিনি সঙ্গে করে সৈয়দপুরে নিয়ে যান। খোলাহাটিতে সশস্ত্র শত্রুর

উপস্থিতি সম্পর্কেও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আমাকে চিরিরবন্দর থানার ও/সিকে দিনাজপুরে বদলি করার নির্দেশ দেন।

গত ১৫ বছর ধরে নানা অজুহাতে পার্বতীপুর, যা রেললাইনে দ্বিখণ্ডিত ছিল, সেখানে একটি লেভেল ক্রসিং নির্মাণ করা হয়নি। আজ আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং মি. শেলটন, সিগন্যাল ইন্সপেক্টর, পি.ই. রিভ., পার্বতীপুরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাত্র পনের দিনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় আলহাজ মো. শোয়েব এর উদ্বোধন করেন এবং শহরবাসীর বজ্রধ্বনির করতালির মধ্যে ডা. বানুকে প্রথম যানবাহনটি এই লেভেল ক্রসিং গেট দিয়ে পার হওয়ার সম্মান দেওয়া হয়।

১৭.৫.৭১

পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সড়ক নির্মাণ তদারকে যাই। এন/সাব নিয়ামতুল্লাহর সঙ্গে পার্বতীপুরে ই.পি.সি.এ.এফ.-এর নিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নিই। দিনাজপুর, সান্তাহার এবং আরও বহু স্থান থেকে আসা শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এদের মধ্যে অধিকাংশই বিধবা ও এতিম। এ শরণার্থীদের সংখ্যা ইতোমধ্যেই উদ্বেগজনক। প্রায় ২০০০ জন ইতোমধ্যে এসে পৌঁছেছে এবং সর্বশক্তিমানই জানেন, আরও কতজন আসবে। এদের অধিকাংশই অত্যন্ত করুণ অবস্থায় আছে; প্রিয়জন ও সর্বস্ব হারিয়ে তারা সবকিছুর জন্য আল্লাহ এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি আমাকে সাহস ও শক্তি দেন, যাতে আমি মানবিকভাবে যা কিছু সম্ভব, তা এই নিঃস্ব মানুষদের জন্য করতে পারি এবং পার্বতীপুরের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে এই বড় সমস্যাটিও আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে মোকাবিলা করতে পারি। আমি আমাদের সেনাবাহিনির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্যও দোয়া করি, যাতে তারা জাতি গঠনের কাজে সবসময় আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে।

The.....

To

Sub-Extract from day-to-day diary of Mr. Qamaurzzaman, ex MPA., chairman town committee and administrator, Parbatipur.

Sir.

I enclose herewith extract from my day diary for your kind information please. In this diary I have tried to jot down some important facts of the happenings of Parbatipar and the plight of the people this town which they have faced from 1.3.71 to 17.5.71.

Allah has saved this town and the citizens of this town. God forbid if this town was captured by the enemy not only the fifty thousand mohajirs would have been massacred, it would have also put our army into tremendous difficulties to get control over whole of Northt Bengal I thank Allah. I thank my gallant people of the town and our army that all the efforts of the enemy were folied.

For these heroic deeds to save the town from the enemy I find no proper words to praise and recommend M/S Bacha Khan, Alhaj Md. Shoeb. Mohd. Motiur Rahman and Mr. and Mrs. Khursheed Bano. These people have rendered very great service to the cause of this town. As a woman Dr. Bano has done and still doing more than what any man could ever do. From my side and on behalf of all the people of the town she has already been thanked for her relentless services under most dangerous situation, which she has been rendering to the suffering lot of the town.

I strongly recommend the four people for presidential awards.

SD/QAMRUZZAMAN
TOWN ADMINISTRATOR
PARBATIPUR.

[উৎস: হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, সপ্তম খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪]